উপসংহার

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সম্পাদিত হয়েছে বিশিষ্ট দুই পণ্ডিত, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৫৪টি পালার মধ্যে ৪৫টি পালাই ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থে বর্তমান। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ত্রুটিমুক্ত সংস্করণ বলে দাবী করা যেতে পারে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত সাত খণ্ডে সমাপ্ত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। বলা বাহুল্য, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় উঠে এসেছে বাংলা দেশের সমাজ প্রেক্ষিতের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন। বিশেষতঃ সমকালের রাজপরিবারের জীবন সংস্কৃতির কথা এবং সমকালের সাধারণ মানুষের জনজীবন ও সংস্কৃতি তথা প্রচলিত লোকায়ত সংস্কৃতির কথা এই পালাগুলির মূল উপজীব্য। আমি আমার গবেষণা কর্মে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় উঠে আসা লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করতে চেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ সমকালের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের আদলে সৃষ্ট এই পালায় তৎকালীন লোকজীবনের লোকায়ত সংস্কৃতিকে আমার সাধ্যমত উক্ত পালায় অনুসন্ধান করেছি। প্রসঙ্গত উঠে এসেছে গীতিকার উদ্ভব সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা, লোকসংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গের ইতিবৃত্ত এবং অবশেষে উক্ত পালা গুলিতে লোকায়ত সংস্কৃতি প্রয়োগের বিবিধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। বিশেষতঃ লোকসংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানই ছিল আমার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য, কাজেই আমার গবেষণা কর্মের সুবিধার জন্য লোক সংস্কৃতির কতকগুলি কর্মবৈশিষ্ট্যগত শ্রেণীকরণ করেছি। যেমন বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি – এখানে উঠে এসেছে আলোচ্য পালাগুলিতে ব্যবহৃত লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, লোকগীতিকা, ছড়া, হেঁয়ালি, ধাঁধা ইত্যাদি। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমি উক্ত পালাগুলিতে লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসাবে পেয়েছি ঘর, বাড়ি, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, লোকযান, লোকবাহন, লোকখাদ্য ইত্যাদি। বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হিসাবে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সম্পাদিত এই পালাতে লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকউৎসব, লোকপার্বণ, লোকপূজা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া উল্লেখ হয়েছে ক্রীড়াভিত্তিক লোক সংস্কৃতি যেমন – হাডুডু, ডাংগুলি, নৌকাবাইচ, কানামাছি খেলা, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি। অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ও বেশকিছু উপাদান উক্ত গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে খোঁজ মেলে। যেমন – নক্‌সা, আলপনা, দেয়ালচিত্র, ফুলদানি বা টুপিতে নক্‌সা আঁকা, মন্দিরের দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা ইত্যাদি। এমনিভাবে শ্রীমৌলিক মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে বহুজায়গায় আমাদের বাঙালি ঘরের যুগপরম্পরায় বহন করে আসা চির পরিচিত অতি পছন্দের ও প্রিয় লোকখাদ্যের অন্বেষণ করা গেছে। যেমন – মানকচু ভাজা, চালতার অম্বল, জিরা দিয়ে রুইমাছের ঝোল, জিরা বেগুন দিয়ে কইমাছের তরকারি – এ যেন বাঙালি ঘরের অতি পরিচিত শাশ্বত খাদ্য তালিকা। বিভিন্ন পালাতে লোকায়ত খাদ্য হিসেবে এছাড়া আমরা পেয়েছি বিন্নিধানের খই, সাইল্যা ধানের চিড়া, কাতলামাছ, ইলিশ মাছ অথবা আম, কাঁঠাল, নারকেল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসবই বাঙালি সমাজের আদিলগ্ন থেকে লোক জীবনে প্রবাহিত হয়ে আসা ঐতিহ্যের চিহ্ন মাত্র। এটাই আমার গবেষণার সারবত্তা এবং এই লোকায়ত উপাদান অনুসন্ধান আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। শ্রী মৌলিক মহাশয় সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৭টি খণ্ডের ৪৮ টি পালায় আমার সাধ্যমতো অন্বেষণ করেছি লোকসঙ্গীত, শিল্প, বৃত্তি বা পেশা, খাদ্য, পোষাক, সম্প্রদায়, প্রবাদ, লোকাচার – ইত্যাদি নানা উপাদান।

এই গবেষণা সন্দর্ভে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায়, পালা রচয়িতাগণ লোকসংস্কৃতির

উপাদানগুলিকে কোন পালায়, কোন্ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তা যেমন অনুসন্ধান করে দেখানো হয়েছে, তেমনি লোকঐতিহ্যের ধারায় উপাদানগুলি সাহিত্য সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় অপরিবর্তিত বা পরিবর্তিত ভাবে কীভাবে প্রবহমান আছে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক, রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পালা রচনার সমসাময়িককালে জনমানসের লোকায়ত চেতনাগুলি সভ্যতার আদিকাল থেকে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্য দিযে কীভাবে বিবর্তিত হয়ে প্রবহমান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় এসে পৌঁছেছে, তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। লোকসংস্কৃতি যে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের জীবাশ্ম নয়, তা চির প্রবহমান, অক্ষয়— এই গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষক ছাত্র হিসাবে তা পুনর্বার স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ কে কেন্দ্র করে শীর্ষক শিরোণামে এমন কোনো গবেষণা কর্ম হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কাজেই দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যাওয়া লোকসংস্কৃতির মূল্যবান গ্রন্থ ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’কে অবলম্বন করে লোকায়ত সংস্কৃতিকে অনুসন্ধানের একান্ত প্রচেষ্টা আমার এই গবেষণা কর্ম।

——